আমাদের শিক্ষা

প্রকাশনায় ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রথম বাংলা সংস্করণ ঃ বৈশাখ, ১৪০২
এপ্রিল, ১৯৯৫
বর্তমান মুদ্রণ ঃ আগস্ট, ১৯৯৮

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েট্স, ঢাকা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুখবন্ধ

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ, মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর পুস্তক **কিশ্‌তিয়ে নূহ** হতে তাঁর শিক্ষাকে সংগ্রহ করে সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, রাবওয়ার নশর ও ইশাআত বিভাগ উর্দূতে **'হামারী তালীম'** নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছেন। উহারই এই বাংলা অনুবাদ 'আমাদের শিক্ষা' নামে প্রকাশিত হল।

মৌলবী আবদুর রহমান খাঁ বাঙ্গালী সাহেব, বি, এ, বি, এল, বি, টি, যিনি আমেরিকায় আহ্‌মদীয়া জামাতের মিশনারী ইনচার্জ ছিলেন, প্রথম মূল কিশ্‌তিয়ে নূহ পুস্তকের বাংলা অনুবাদ করেন এবং উহা তদানীন্তন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, ঢাকা কর্তৃক ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এর অনেকগুলো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে ক্রমাগত চাহিদার প্রেক্ষিতে ইহা পুনরায় প্রকাশ করা গেল।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর,
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা

তারিখ ঃ আগস্ট, ১৯৯৮

সূচীপত্র

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আমাদের শিক্ষা

জানা উচিত যে, কেবল মৌখিক বয়আতের (দীক্ষা গ্রহণের) কোন মূল্য নাই, যে পর্যন্ত না মানব সর্বান্তঃকরণে তন্নিহিত শিক্ষাকে পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করে। অতএব, যে ব্যক্তি আমার শিক্ষানুসারে পূর্ণভাবে কার্য করে, সে আমার সেই গৃহে প্রবেশ লাভ করে, যাহার সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, "তোমার গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে যাহারা বাস করে, আমি তাহাদিগকে রক্ষা করিব।" এই কথার অর্থ ইহা নহে যে, যে সকল লোক আমার এই ইট-মাটির গৃহের মধ্যে বাস করে, মাত্র তাহারাই আমার গৃহের অন্তর্ভুক্ত, বরং যে সকল ব্যক্তি আমার শিক্ষার পূর্ণ অনুসরণ করে, তাহারাও আমার আধ্যাত্মিক গৃহের অন্তর্ভুক্ত। আমার অনুসরণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

সর্ব প্রথমে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমাদের এক কাদীর (সর্বশক্তিমান), কাইউম (চিরস্থায়ী ও সংরক্ষণকারী) এবং খালেক-উল-কুল (সর্বস্রষ্টা) খোদা আছেন, যাঁহার গুণাবলী অনাদি, অনন্ত এবং অপরিবর্তনীয়। তিনি কাহারও পুত্র নহেন এবং কেহ তাঁহার পুত্র নহে। দুঃখ, বেদনা, ক্রুশের যন্ত্রণা এবং মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি এরূপ এক সত্তা যে, দূরে থাকিয়াও তিনি নিকটে এবং নিকটে থাকিয়াও দূরে। তিনি এক হইলেও তাঁহার জ্যোতির বিকাশ বিভিন্ন। মানুষ যখন নিজের মধ্যে এক অভিনব পরিবর্তন আনয়ন করে, তখন তাহার জন্য তিনি এক নতুন খোদা হইয়া যান এবং নতুন রূপে তাহার সঙ্গে ব্যবহার করেন। মানুষ নিজের আত্মার সংশোধনের পরিমাণ অনুসারে খোদাতা'লার মধ্যে এক পরিবর্তন দেখিতে পায়। কিন্তু এমন নহে যে খোদার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়, বরং তিনি অনাদিকাল হইতে অপরিবর্তনীয় এবং পরম ও চরম গুণের অধিকারী। কিন্তু

মানুষ নিজ জীবনের পরিবর্তন আনয়নকালে যখন সৎকর্মের দিকে ধাবিত হয়, তখন খোদাও তাহার নিকট এক নতুন জ্যোতিতে প্রকাশিত হন । মানুষের প্রত্যেক উন্নতিপ্রাপ্ত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে খোদাতা'লার শক্তি ও জ্যোতিঃ তাহার নিকট নতুন ও উন্নততর আকারে বিকশিত হয় । যেখানে অসাধারণ পরিবর্তন সাধিত হয়, সেখানে তিনিও তাঁহার অসাধারণ নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করেন । মোজেযা বা অলৌকিক লীলার মূল ইহাই ।

এরূপ খোদার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই আমার জামা'তের শর্ত । এই খোদারই উপর তোমরা বিশ্বাস কর এবং নিজ প্রাণ ও আরাম এবং তদ্সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের উপর খোদাকে প্রাধান্য দাও এবং কার্যতঃ বীরত্বের সহিত তাঁহার পথে সরলতা ও বিশ্বস্ততার সহিত অগ্রসর হও । জগদ্বাসী তাহাদের সম্পদ এবং বন্ধুবান্ধবদের উপর খোদাকে স্থান দেয় না, কিন্তু তোমরা তাঁহাকে সকলের উপরে স্থান দাও । তাহা হইলে স্বর্গে তোমরা তাঁহার মণ্ডলীভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে । দয়ার নিদর্শন দেখান আদিকাল হইতে খোদার এক চিরন্তন রীতি বটে, কিন্তু এই চিরন্তন রীতি দ্বারা উপকৃত হইতে হইলে তাঁহার এবং তোমাদের মধ্যে সকল ব্যবধান লোপ করিতে হইবে । তাঁহারই সন্তুষ্টিকে তোমাদের সন্তুষ্টি এবং তাঁহারই ইচ্ছাকে তোমাদের ইচ্ছাতে পরিণত করিতে হইবে । সকল সময়ে এবং সফলতা ও বিফলতার সকল অবস্থায় তোমাদের মস্তক তাঁহার দ্বারে অবনত রাখিতে হইবে যেন তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হয় । তোমরা এরূপ করিলে তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহ্ পুনরায় প্রকাশিত হইবেন যিনি দীর্ঘকাল যাবৎ জগৎ হইতে নিজেকে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন । কে আছে, যে এই উপদেশ অনুসারে কার্য করিতে, তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ করিতে এবং তাঁহার মীমাংসায় দ্বিরুক্তি না করিতে প্রস্তুত ?

অতএব, বিপদ দেখিলে তোমরা আরও সম্মুখে অগ্রসর হইবে এবং নিশ্চয় জানিবে যে ইহাই তোমাদের উন্নতির পন্থা । তাঁহার সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া কর এবং তাহাদের প্রতি নিজ জিহবা বা হস্ত দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে উৎপীড়ন

করিও না এবং সর্বদা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধনে তৎপর থাক । কাহারও প্রতি সে তোমার অধীন হইলেও, অহংকার দেখাইও না এবং কেহ গালি দিলেও তুমি তাহাকে গালি দিও না । নম্র, ধৈর্যশীল, সাধু এবং জীবের প্রতি দয়াশীল হও যেন খোদাতা'লার নিকট তোমরা গ্রহণীয় হইতে পার । অনেক ব্যক্তি এরূপ আছে, যাহারা বাহ্যতঃ ধৈর্যশীল, কিন্তু অভ্যন্তরে ব্যঘ্র স্বভাব-বিশিষ্ট । অনেকে এ রকম আছে যাহারা বাহ্যতঃ সুশীল, কিন্তু অভ্যন্তরে অতি কুটিল । তোমরা কখনও তাঁহার নিকট গ্রহণীয় হইবে না যে পর্যন্ত তোমাদের বাহির এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা এক না হয় । বড় হইলে ছোটকে লাঞ্ছনা দিবে না বরং তাহার প্রতি সর্বদা দয়া করিবে । যদি বিদ্বান হও তবে বিদ্যাহীনকে নিজের বিদ্যার অহংকারে অবমাননা না করিয়া তাহাকে সদুপদেশ দিবে । যদি ধনী হও তবে আত্মাভিমানে দরিদ্রের উপর গর্ব না করিয়া তাহাদের সেবা করিবে । ধ্বংসের পথ হইতে সাবধান থাকিবে । আল্লাহ্ ছাড়া কোন সৃষ্ট জীবের পূজা করিবে না । সকল কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপন প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ হও । সংসার হইতে মনকে নির্লিপ্ত রাখ এবং কেবল তাঁহারই প্রেমে বিভোর থাকে । মাত্র তাঁহারই উদ্দেশ্যে জীবন যাপন কর এবং তাঁহার জন্য সকল প্রকার পাপ ও অপবিত্রতাকে ঘৃণা কর, কারণ তিনি পবিত্র । প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয় যে তুমি রাত্রিকাল তাক্‌ওয়ার (খোদা-ভীতির) সহিত কাটাইয়াছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয় যে তুমি ভীতির সহিত দিবস যাপন করিয়াছ ।

জগতের অভিশাপকে তোমরা ভয় করিও না

জগতের অভিশাপকে তোমরা ভয় করিও না; কারণ উহা দেখিতে দেখিতে ধূম্রের ন্যায় বিলীন হইয়া যায় । উহা কখনও দিবাকে রাত্রি করিতে পারে না । বরং তোমরা আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতকে ভয় কর, যাহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয় এবং যাহার উপর উহা নিপতিত হয়, তাহার ইহকাল ও পরকালকে সমূলে বিনষ্ট করে । তুমি কপটতা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে না, কারণ যিনি তোমাদের খোদা, তিনি মানব হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখিয়া থাকেন । তোমরা কি তাঁহাকে প্রতারণা করিতে পার ? সুতরাং তোমরা পরিষ্কার, সরল, পবিত্র

এবং নির্মল হইয়া যাও । যদি তোমাদের মধ্যে অন্ধকারের লেশ মাত্রও অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা তোমাদের হৃদয়ের সমস্ত জ্যোতিকে নষ্ট করিয়া দিবে । যদি তোমাদের হৃদয়ের কোন অংশে অহঙ্কার, কপটতা, আত্মশ্লাঘা বা আলস্য বর্তমান থাকে, তবে তোমরা আদৌ তাঁহার গ্রহণযোগ্য হইবে না । দেখ, তোমরা মাত্র কয়েকটি কথা শিখিয়া যেন আত্মপ্রতারণা না কর যে, তোমরা তোমাদের কর্তব্য সাধন করিয়াছ । আল্লাহতা'লা চাহেন, যেন তোমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। তিনি তোমাদের নিকট হইতে এক মৃত্যু চাহেন । ইহার পর তিনি তোমাদিগকে এক নতুন জীবন দান করিবেন । যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেল এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর । কারণ, যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নহে, সে নিশ্চয় অসাধু । সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে, সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া যাইবে । তোমরা নিজ নিজ রিপুর বশবর্তীতা সর্বতোভাবে পরিহার কর এবং পারস্পরিক মনোমালিন্য পরিত্যাগ কর এবং সত্যবাদী হইয়াও মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয়াবনত হও, যেন তোমরা ক্ষমার অধিকারী হইতে পার । তোমরা রিপুর স্থূলতা বর্জন কর । কারণ, যে দ্বার দিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে, সে দ্বার দিয়া কোন স্থূলরিপু ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারিবে না । কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র মুখনিঃসৃত বাণী যাহা আমার দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, মানিতে প্রস্তুত নহে ! তোমরা যদি ইচ্ছা কর যে, আকাশে আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হউন, তবে তোমরা পরস্পর সহোদর ভাইয়ের মত হইয়া যাও । তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক মহৎ যে নিজের ভ্রাতার অপরাধ অধিক ক্ষমা করে, এবং বড়ই দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি, যে হঠকারিতা করে এবং নিজের ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে । তেমন ব্যক্তির সহিত আমার কোন সংস্রব নাই । খোদাতা'লার অভিশাপ হইতে সর্বদা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিও । কারণ তিনি অতি পবিত্র এবং আত্মমর্যাদাভিমানী । পাপাচারী কখনও খোদার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না । অহংকারী কখনও খোদার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না । অত্যাচারী কখনও খোদার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না । যাহারা কুকুর, পিপীলিকা বা শকুনের মত সংসারাসক্ত এবং

সংসার-সম্ভোগে নিমগ্ন তাহারা কখনও তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। প্রত্যেক অপবিত্র চক্ষু তাহা হইতে দূরে। প্রত্যেক পাপাসক্ত মন তাঁহার সম্বন্ধে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি তাঁহার জন্য অগ্নিতে নিপতিত, তাহাকে অগ্নি হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। যে তাঁহার জন্য কাঁদে, সে অবশ্যই হাসিবে। যে ব্যক্তি তাঁহার উদ্দেশ্যে সংসার বর্জন করে, সে নিশ্চয় তাঁহাকে লাভ করিবে। তোমরা আন্তরিকতা পূর্ণ সরলতা এবং উৎসাহের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব লাভ করিতে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনিও তোমাদের বন্ধু হইবেন। তোমরা নিজ অধীন ব্যক্তিদের প্রতি, তোমাদের স্ত্রী-পরিজন এবং গরীব ভাইদের প্রতি দয়া কর যেন আকাশে তিনিও তোমাদের উপর দয়া করেন। তোমরা যথার্থই তাঁহার হইয়া যাও যেন তিনিও তোমাদের হইয়া যান। জগৎ বহু বিপদের স্থান। অতএব, তোমরা একনিষ্ঠতার সহিত আল্লাহ্‌র দিকে ধাবমান হও যেন তিনি এই বিপদরাশি হইতে তোমাদিগকে দূরে রাখেন। জগতে কোন বিপদ দেখা দেয় না, যে পর্যন্ত আকাশে তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হয় এবং কোন বিপদ জগৎ হইতে দূর হয় না, যে পর্যন্ত আকাশ হইতে তাঁহার দয়া বর্ষণ না হয়। সুতরাং তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ইহাই যে, তোমরা শাখাকে অবলম্বন না করিয়া মূলকে ধর। তোমাদের জন্য ঔষধ এবং উপকরণের ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু ইহাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। কারণ পরিশেষে অবশ্য উহাই ঘটিবে, যাহা তিনি ইচ্ছা করেন। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরের শক্তি রাখে তবে তদ্রূপ নির্ভরতার স্থান সর্বোচ্চ, সন্দেহ নাই।

যাহারা পবিত্র কুরআনকে সম্মান করিবে তাহারা আকাশে সম্মান লাভ করিবে

তোমাদের প্রতি আর এক অত্যাবশ্যকীয় উপদেশ এই যে, কুরআন শরীফকে এক অনাবশ্যকীয় দ্রব্যের মত পরিত্যাগ করিও না। কারণ কুরআনেই তোমাদের জীবন রহিয়াছে। যাহারা কুরআনকে সম্মান করিবে, তাহারা আকাশেও সম্মান লাভ করিবে। যাহারা সকল হাদীস (রসূল-সাঃ সম্পর্কে রাবীদের বর্ণনা সমূহ)-এর উপর কুরআনকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে, তাহাদিগকে

শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইবে । মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মশাস্ত্র নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোনই রসূল এবং শাফী (যোজক) নাই । অতএব, তোমরা সেই মহাগৌরবসম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না যেন আকাশে তোমরা মুক্তি-প্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পার ।

স্মরণ রাখিও, প্রকৃত মুক্তি যে কেবল মৃত্যুর পরই প্রকাশিত হয় এরূপ নহে বরং প্রকৃত মুক্তি ইহজগতেই উহার আলো প্রকাশ করিয়া থাকে । প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কে ? সে-ই যে বিশ্বাস করে—— আল্লাহ্ সত্য এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে যোজক-স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে তাঁহার সম-মর্যাদাবিশিষ্ট আর কোন রসূল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নাই । অন্য কোন মানবকেই খোদাতা'লা চিরকাল জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই । কিন্তু তাঁহার এই মনোনীত নবীকে তিনি চিরকাল জীবিত রাখিয়াছেন । তাঁহাকে জীবিত রাখিবার জন্য খোদাতা'লা তাঁহার শরীয়াত (বিধান) এবং তাঁহার রূহানিয়াতকে (আধ্যাত্মিক শক্তিকে) কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণবর্ষী করিয়াছেন । অবশেষে আল্লাহ্তা'লা এই যুগে তাঁহারই আধ্যাত্মিকতার প্রসাদে এই প্রতিশ্রুত মসীহ্কে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, যাহার আগমন ইসলামের প্রাসাদটিকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য একান্ত আবশ্যক ছিল । কারণ, ইহজগতের সময়সীমা অবসান হইবার পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্মে একজন আধ্যাত্মিক মসীহ্র আবির্ভাব হওয়া একান্ত আবশ্যক ছিল, যেমন ইতিপূর্বে হযরত মূসা (আঃ)-এর ধর্মে আবির্ভূত হইয়াছিলেন । কুরআন শরীফের এই আয়াত اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ এই তত্ত্বের দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে ।

হযরত মূসা (আঃ) তাঁহার পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিত্যক্ত ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সেই ধনের অধিকারী হইয়াছেন যাহা হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুগামীগণ হারাইয়া ফেলিয়াছিল । তদনুযায়ী বর্তমানে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্ম হযরত মূসা (আঃ)-এর

ধর্মেরই স্থলাভিষিক্ত বটে কিন্তু মহিমায় ইহা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। হযরত মূসা (আঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত নবী যেমন হযরত মূসা (আঃ) হইতে উচ্চতর মর্যাদাবিশিষ্ট, তেমনি হযরত ইব্‌নে মরিয়ম (আঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির মর্যাদাও হযরত ইব্‌নে মরিয়ম (আঃ) হইতে উচ্চতর। সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছেন, যেমন তাঁহার পূর্ববর্তী হযরত মসীহ্ ইব্‌নে মরিয়ম (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সাদৃশ্য কেবল কালের দিক দিয়াই নহে বরং প্রতিশ্রুত মসীহ্ বর্তমানে এমন সময় আবির্ভূত হইয়াছেন, যখন মুসলমান জাতির অবস্থা হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনকালীন ইহুদীদের অবস্থার সম্পূর্ণ অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। **সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ আমি।**

অতএব, যে ব্যক্তি আমার নিকট খাঁটিভাবে বয়আত করে এবং সরল হৃদয়ে আমার অনুসরণ করে এবং আমার আজ্ঞা পালনে তৎপর হইয়া নিজের সকল ইচ্ছাকে পরিহার করে, তাহার জন্য এই বিপদের দিনে আমার আত্মা আল্লাহ্‌তা'লার নিকট অবশ্য শাফায়াত (মুক্তি-প্রার্থনা) করিবে।

হে আমার জামা'তভুক্ত ব্যক্তিগণ!

অতএব, যাহারা আমার শিষ্যমণ্ডলী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাক, একথা নিশ্চয় জানিও যে আকাশে কেবল তখনই তোমরা আমার শিষ্যমণ্ডলী বলিয়া পরিগণিত হইবে, যখন তোমরা সত্য সত্যই ধর্মনিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ বেলার নামায এরূপ ভীতি সহকারে এবং নিবিষ্টচিত্তে পড়িবে যেন তোমরা আল্লাহ্‌তা'লাকে সাক্ষাৎভাবে দেখিতেছ। তোমাদের রোযাও নিষ্ঠার সহিত পালন করিবে। তোমাদের মধ্যে যাহারা যাকাত দেওয়ার উপযুক্ত তাহারা অবশ্য যাকাত দিবে। যাহাদের জন্য হজ্জ অবশ্য কর্তব্য এবং ইহা পালনে কোন বাধা নাই, তাহারা অবশ্য হজ্জ করিবে, সকল পুণ্য কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবে এবং সকল পাপকে ঘৃণার সহিত পরিহার করিবে। একথা নিশ্চয় জানিবে যে, কোন ধর্ম আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হইবে না যাহাতে প্রকৃত তাক্‌ওয়া (খোদা-ভীতি) নাই। এই তাক্‌ওয়াই

সকল পুণ্যের মূল । যে কর্মে এই মূল ধ্বংস হয় না, সে কর্ম কখনও ধ্বংস হইবে না । ইহা নিশ্চয় যে, পূর্ববর্তী বিশ্বাসীদিগের মত তোমাদিগকেও নানা প্রকার দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষা দিতে হইবে । অতএব, সতর্ক রহিও যেন তোমাদের পদস্খলন না হয় । যদি আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ দৃঢ় থাকে তবে পৃথিবী তোমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না । তোমাদের ক্ষতি তোমাদের হস্ত দ্বারাই সাধিত হইতে পারে, শত্রুর হস্ত দ্বারা নহে । তোমাদের সমস্ত পার্থিব সম্মান যদি ধ্বংস হয় তবে আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদিগকে আকাশে এক অক্ষয় সম্মান দিবেন । অতএব, তোমরা কখনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না । ইহা নিশ্চয় যে তোমাদিগকে দুঃখ দেওয়া হইবে এবং তোমাদের অনেক আশা অপূর্ণ রহিবে, কিন্তু তোমরা তাহাতে দুঃখিত হইও না । কারণ তোমাদের খোদা দেখিতে চাহেন যে তোমরা তাঁহার পথে দৃঢ়সংকল্প কি না । তোমরা যদি চাহ যে স্বর্গে ফিরিশ্‌তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে । নিজের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না । তোমরাই আল্লাহ্‌তা'লার শেষ ধর্মমণ্ডলী । সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যাহা হইতে আর উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নহে । তোমাদের মধ্যে যে কর্মে শিথিল হইয়া পড়িবে, তাহাকে ঘৃণিত দ্রব্যের মত মণ্ডলী হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করা হইবে এবং আক্ষেপের সহিত তাহার জীবনের অবসান ঘটিবে । এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'লার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না । প্রণিধান কর, আমি অতি আনন্দের সহিত তোমাদিগকে এই সংবাদ দিতেছি যে তোমাদের আল্লাহ্‌ এক বাস্তব অস্তিত্ব । যদিও সকলে তাঁহারই সৃষ্ট, তবুও তিনি সেই ব্যক্তিকেই মনোনীত করিয়া থাকেন, যে তাঁহাকে মনোনীত করে । যে ব্যক্তি তাঁহার অন্বেষী তিনি তাহার সান্নিধ্যে আসিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি তাঁহার দিকে ধায় তিনি তাঁহার নিকটে আসেন । যিনি তাঁহাকে প্রকৃত সম্মান করেন তিনিও তাঁহাকে সম্মান প্রদান করেন । তোমরা নিজ মন সরল করিয়া এবং জিহ্‌বা, চক্ষু এবং কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন ।

আঁ-হযরত (সাঃ) খাতামাল আম্বিয়া

ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে খোদাতা'লা তোমাদের নিকট ইহাই চাহেন যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার নবী এবং খাতামাল আম্বিয়া (নবীদিগের মোহর)। তিনি সকল নবী হইতে শ্রেষ্ঠ । তাঁহার পরে তাঁহার গুণে গুণান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতিচ্ছায়ারূপে যিনি আসেন, তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন নবী আসিবেন না । কারণ দাস আপন প্রভু হইতে এবং শাখা আপন কাণ্ড হইতে কখনও পৃথক নহে ।

তোমরা নিশ্চয় জানিও, হযরত ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম (আঃ)-এর মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং কাশ্মীর প্রদেশের শ্রীনগর শহরে খানইয়ার মহল্লায় তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে । খোদাতা'লা তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ কুরআন শরীফে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর সংবাদ দিয়াছেন । আমি হযরত ঈসা (আঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা অস্বীকার করি না । যদিও খোদাতা'লা আমাকে বলিয়াছেন যে মুহাম্মদী মসীহ্ মূসায়ী মসীহ্ হইতে অবশ্য শ্রেষ্ঠ, তবু আমি হযরত ঈসা (আঃ)-কে অতিশয় সম্মান করি । কেননা আমি যেরূপ ইসলামের খাতামাল খুলাফা, তেমনি হযরত ঈসা (আঃ) ইহুদী ধর্মের খাতামাল খুলাফা (শ্রেষ্ঠ-খলীফা) ছিলেন । যেমন হযরত ঈসা (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মতের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ছিলেন, তেমনি আমি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের মসীহ্ মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক)। আমি হযরত ঈসা (আঃ)-এর নাম প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং আমি তাঁহার সম্মান করি । যে ব্যক্তি বলে যে আমি তাঁহার সম্মান করি না, সে নিশ্চয় অতি পাপিষ্ঠ এবং মিথ্যাবাদী ।

কে আমার জামা'তের অন্তর্ভুক্ত এবং কে নহে ?

অতঃপর, আমি তোমাদিগকে পুনরায় বলিতে চাই যে, বাহ্যিক বয়আত (দীক্ষা গ্রহণ) করিয়া তোমাদের কর্তব্য শেষ হইয়াছে, এইরূপ চিন্তাকে কখনও মনে স্থান দিও না । বাহ্যিকতার কোন মূল্য নাই । আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের হৃদয় দেখিয়া থাকেন এবং তদনুসারে তোমাদের সহিত ব্যবহার করিবেন । দেখ,

তোমাদিগকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আমি আমার শিক্ষাদানের এই কর্তব্য সমাপণ করিতেছি যে, পাপ বিষ বিশেষ, তাহা কখনও পান করিবে না। আল্লাহতা'লার অবাধ্যতা এক অপমৃত্যু বিশেষ, তাহা হইতে দূরে থাক। সর্বদা দোয়ায় ব্যাপৃত থাক যেন তোমরা শক্তিলাভ করিতে পার। যে ব্যক্তি দোয়া করিবার সময় খোদাকে তাঁহার প্রতিশ্রুতি বহির্ভূত বিষয় ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান মনে করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি মিথ্যা এবং প্রতারণা পরিত্যাগ করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সংসারের প্রলোভনে মুগ্ধ এবং পরকালের দিকে একবারও চক্ষু তুলিয়া দেখিতে প্রস্তুত নহে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি যথার্থই ধর্মকে সংসার অপেক্ষা অধিক প্রিয় জানে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সকল প্রকার পাপ এবং কু-অভ্যাস হইতে যথা— মদ্যপান, জুয়াখেলা, লোলুপদৃষ্টি, বিশ্বাসঘাতকতা, উৎকোচ গ্রহণ এবং তদ্রূপ অন্যান্য অন্যায়াচরণ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত হয় না এবং তওবা করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার নিষ্ঠার সহিত নামায পড়ে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সর্বদা দোয়াতে রত থাকে না এবং অতি বিনয়ের সহিত খোদার স্মরণে মগ্ন থাকে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি অনিষ্টকারী কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি পিতামাতার সম্মান করে না এবং সাধারণ বিষয়ে, যাহা কুরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে নয়, তাহাদের আদেশ পালন করে না এবং তাহাদের আদিষ্ট সেবা সম্বন্ধে অবহেলা করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত নম্রতা এবং ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীর সহিত সামান্য ব্যাপারেও সদ্ব্যবহার করিতে প্রস্তুত নহে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে, এবং বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে স্বামী স্ত্রীর সহিত এবং যে স্ত্রী স্বামীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আমার সহিত বয়আতের প্রতিশ্রুতিকে কোন অংশে ভঙ্গ করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে।

যে ব্যক্তি সত্য সত্যই আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং প্রতিশ্রুত মাহদী বলিয়া বিশ্বাস করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি ভাল কার্যে আমার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত নহে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধবাদীদিগের দলে বসে এবং তাহাদের কথায় সায় দেয়, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। সকল ব্যভিচারী, পাপী, মদ্যপায়ী, খুনী, চোর, জুয়ারী, বিশ্বাসঘাতক, উৎকোচ গ্রহণকারী, শঠ, অত্যাচারী, মিথ্যাবাদী, জালিয়াত এবং উহাদের সঙ্গী যাহারা নিজেদের ভ্রাতা এবং ভগ্নীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ লাগাইয়া থাকে এবং নিজেদের কুকর্ম হইতে তওবা করে না এবং কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, তাহারা আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে।

এই সকল কার্য বিষ বিশেষ। ইহা পান করিয়া তোমাদের জীবিত থাকা কখনও সম্ভব নহে। অন্ধকার এবং আলো কখনও একত্রে থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তির মন কুটিলতাময় এবং যে খোদার সহিত নিজ সম্বন্ধ পরিষ্কার করে না, সে কখনও সেই আশিসের অধিকারী হইতে পারে না যাহা সরল হৃদয় ব্যক্তিদের ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। কত সৌভাগ্যশালী সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা নিজেদের আত্মাকে পবিত্র করেন এবং আপন প্রভুর (খোদার) সহিত সর্বদা বিশ্বস্ত থাকিবার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন। তাঁহারা কখনও বিনষ্ট হইবেন না। খোদা কখনও তাঁহাদিগকে তিরস্কৃত করিবেন না। কারণ তাঁহারা খোদার এবং খোদা তাঁহাদের। প্রত্যেক বিপদের সময় তাঁহাদিগকে উদ্ধার করা হইবে। তাঁহাদের প্রতি যে শত্রু আক্রমণ করে, সে নিতান্তই নির্বোধ। কারণ তাঁহারা খোদাতা'লার ক্রোড়ে উপবিষ্ট আছেন এবং খোদাতা'লা তাঁহাদের সহায় আছেন। ইহারাই খোদাকে বিশ্বাস করিয়াছেন। সেই ব্যক্তি বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে আল্লাহ্ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন; বরং তিনি তাঁহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এখনও করিবেন।

আমাদের খোদা প্রবল পরাক্রমের অধিকারী

সেই খোদা অতীব বিশ্বস্ত খোদা এবং তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত ভক্তদের জন্য বিস্ময়কর ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন । জগৎ তাঁহাদিগকে ধ্বংস করিতে চায় এবং শত্রুগণ দন্তপেষণ করে,কিন্তু খোদা যিনি তাঁহাদের বন্ধু,তাঁহাদিগকে প্রত্যেক ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদিগকে জয়যুক্ত করেন । কি সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি, যে এরূপ খোদার আঁচল কখনও ছাড়ে না ! আমরা তাঁহার উপর বিশ্বাস আনিয়াছি । আমরা তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি ।

সেই খোদাই সর্বজগতের অধিপতি যিনি আমার প্রতি ঐশী-বাণী অবতীর্ণ করিয়াছেন, আমার সপক্ষে মহা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন এবং আমাকে এই যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন । আকাশে বা পৃথিবীতে তিনি ছাড়া অন্য কোন খোদা নাই । যে ব্যক্তি তাঁহার উপর বিশ্বাস আনে না, সে বড়ই হতভাগ্য এবং অভিশপ্ত । আমি খোদার নিকট হইতে সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান ঐশীবাণী প্রাপ্ত হইয়াছি । আমি উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়াছি যে, তিনি সমস্ত জগতের খোদা এবং তিনি ভিন্ন অন্য কোন খোদা নাই । কেমন সর্বশক্তিমান এবং চিরস্থায়ী ও সংরক্ষণকারী সেই খোদা, যাঁহাকে আমি লাভ করিয়াছি ! কি মহাশক্তি ও নৈপুণ্যের অধিকারী সেই খোদা, যাঁহাকে আমি পাইয়াছি ! সত্য ইহাই যে, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই । কেবল উহাই তিনি করেন না, যাহা তাঁহার প্রদত্ত গ্রন্থ এবং প্রতিশ্রুতির বিরোধী । অতএব, তোমরা দোয়া করিবার সময় সেই অজ্ঞ "নেচারী" বা নাস্তিকদের মত হইও না, যাহারা নিজ কল্পনা দ্বারা এমন কতকগুলি নিয়ম তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে যাহার সম্বন্ধে খোদাতা'লার গ্রন্থে কোন সমর্থন পাওয়া যায় না । নেচারীগণ অভিশপ্ত, তাহাদের প্রার্থনা কখনও গৃহীত হয় না । তাহারা অন্ধ, চক্ষুষ্মান নহে । তাহারা না মৃত, না জীবিত । তাহারা খোদার সম্মুখে স্বরচিত নিয়ম উপস্থিত করে, তাঁহার অসীম শক্তিকে সীমাবদ্ধ দেখে এবং তাঁহাকে দুর্বল মনে করে । তাহাদের সহিত তাহাদের অবস্থানুযায়ী ব্যবহার করা হইবে ।

কিন্তু তুমি যখন দোয়া করিবার জন্য দণ্ডায়মান হও, তখন তোমাকে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে তোমার খোদা সর্ববিষয়েই শক্তিমান । এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে প্রার্থনা করিলেই তোমার প্রার্থনা গৃহীত হইবে এবং তুমি খোদাতা'লার মহাশক্তির বিসময়কর নিদর্শনসমূহ দর্শন করিবে যেরূপ আমি দর্শন করিয়াছি । আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া সাক্ষ্য দিতেছি, কাহিনী স্বরূপ নয় । সেই ব্যক্তির প্রার্থনা কিরূপে গৃহীত হইতে পারে, যে খোদাকে সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান জ্ঞান করে না ? মহাবিপদের সময় সেই ব্যক্তির প্রার্থনা করিবার সাহসই বা কিরূপে হইতে পারে, যে প্রার্থনার দ্বারা বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করাকে প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ মনে করে ? কিন্তু হে সৎহৃদয় ব্যক্তিগণ ! তোমরা কখনও এরূপ করিও না । তোমাদের খোদা এরূপ এক-অদ্বিতীয় খোদা, যিনি আকাশে অগণিত তারকারাজি স্তম্ভ ব্যতিরেকেই ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন, যিনি পৃথিবীকে ও আকাশকে নিঃসত্তা অবস্থা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন । তুমি কি মনে কর যে তিনি তোমার কার্যসাধন করিতে অক্ষম হইবেন । কখনও নহে, বরং তোমার অবিশ্বাসই তোমাকে বঞ্চিত রাখিবে ।

আমাদের খোদা অগণিত আশ্চর্য শক্তির অধিকারী । কিন্তু সেই ব্যক্তিই মাত্র তাঁহার আশ্চর্য লীলা দর্শন করিতে পারে যে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার হইয়া যায় । যে ব্যক্তি তাঁহার শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না এবং তাঁহার একনিষ্ঠ বিশ্বস্ত সেবক নহে, তাহাকে তিনি তাঁহার আশ্চর্য লীলাসমূহ প্রদর্শন করেন না ।

কত হতভাগ্য সে ব্যক্তি, যে আজও জানে না যে তাহার এরূপ এক খোদা আছেন যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান ! আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ । আমাদের খোদাতেই আমাদের আনন্দ । আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি এবং তাঁহাকে সকল সৌন্দর্যের অধিকারী পাইয়াছি । প্রাণের বিনিময়েও এই সম্পদ লাভ করিবার যোগ্য । এই মণি ক্রয় করিতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করিতে হয় তবু ইহা করা উচিত ।

হে (খোদা লাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ ! তোমরা এই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও, ইহা তোমাদিগকে প্লাবিত করিয়া দিবে । ইহা জীবনের উৎস, ইহা

তোমাদিগকে বাঁচাইবে। আমি কি করিব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিব ? মানুষের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কোন্ জয় ঢাক দিয়া আমি বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করিব, 'ইনি তোমাদের খোদা' এবং আমি কি ঔষধ প্রয়োগ করিব, যাহাতে শ্রবণের জন্য তাহাদিগের কর্ণ উন্মুক্ত হয় ?

খোদা আমাদের সকল প্রচেষ্টার মূল স্তম্ভ

তোমরা যদি খোদার নিকট আত্মসমর্পণ কর, তবে নিশ্চয় জানিও যে খোদা তোমাদেরই। তোমরা নিদ্রাভিভূত থাকিবে এবং খোদা তোমাদের জন্য জাগ্রত থাকিবেন। তোমরা শত্রু হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিবে, কিন্তু খোদা তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবেন এবং তাহার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন। তোমরা এখনও অবগত নহ যে তোমাদের খোদা কত শক্তিশালী। যদি তোমরা অবগত থাকিতে তবে দিনেকের তরেও এই সংসারের জন্য চিন্তিত হইতে না। যে ব্যক্তির নিকট ধনের আকর রহিয়াছে, সে কি কখনও একটি পয়সা নষ্ট হইলে তজ্জন্য বিলাপ বা চীৎকার করিয়া মরে ? সুতরাং তোমরা যদি এই ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকিতে যে খোদা তোমাদের প্রত্যেক প্রয়োজনের সময় কাজে আসিবেন, তবে সংসারের জন্য তোমরা এরূপ আত্মহারা হইতে না। খোদা এক প্রিয় সম্পদ, তোমরা তাঁহার সমাদর কর। প্রত্যেক পদে পদে তিনিই তোমাদের সহায়ক। তিনি ব্যতিরেকে তোমরা কোন কিছুই নহ এবং তোমাদের পার্থিব উপকরণ এবং প্রচেষ্টা কিছুই নহে।

অন্যান্য জাতির অনুকরণ করিও না যাহারা সম্পূর্ণরূপে পার্থিব উপকরণের উপর নির্ভরশীল এবং সর্প যেরূপ মৃত্তিকা ভক্ষণ করে, তাহারাও তদ্রূপ হেয় পার্থিব উপকরণের মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছে। শকুন ও কুকুর যেরূপ শব ভক্ষণ করিতে ব্যস্ত, তাহারাও তদ্রূপ শব ভক্ষণে ব্যস্ত। তাহারা খোদা হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। তাহারা মানবের পূজা করিয়াছে, শূকর ভক্ষণ করিয়াছে, জলবৎ সূরা পান করিয়াছে ও অত্যাধিক পরিমাণে পার্থিব সম্পদে

সম্মোহিত হওয়ায় এবং খোদার নিকট হইতে শক্তি প্রার্থনা না করায় তাহাদের (আধ্যাত্মিক) মৃত্যু ঘটিয়াছে । আধ্যাত্মিকতা তাহাদের হৃদয়মন্দিরকে এমন ভাবে পরিত্যাগ করিয়াছে যেমন কপোত উহার পুরাতন নীড়কে পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং সংসার পূজার কুষ্ঠরোগ তাহাদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিয়াছে । অতএব, তোমরা উক্ত কুষ্ঠ ব্যাধিকে ভয় কর ।

আমি তোমাদিগকে সীমার ভিতরে থকিয়া উপকরণ বা উপায়াবলম্বন করিতে নিষেধ করি না, কিন্তু যে খোদা উপকরণ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকে ভুলিয়া অন্যান্য জাতির অনুকরণে শুধু পার্থিব উপকরণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে আমি তোমাদিগকে নিষেধ করি । তোমাদের যদি চক্ষু থাকে তবে দেখিতে পাইবে যে একমাত্র খোদা ভিন্ন অবশিষ্ট সকল কিছুই তুচ্ছ। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে হস্তকে না প্রসারিত করিতে পার, না গুটাইতে পার । কোন আধ্যাত্মিক মৃত ব্যক্তি ইহা শুনিয়া হয়ত বিদ্রূপ করিবে । কিন্তু হায় ! তাহার পক্ষে বিদ্রূপ করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ছিল ।

সাবধান ! অন্যান্য জাতির কার্যকলাপের প্রতিযোগিতা করিও না

সাবধান ! তোমরা অন্যান্য জাতির ধন-ঐশ্বর্য দেখিয়া তাহাদের কার্যকলাপের প্রতিযোগিতা করিও না এবং তাহাদের পার্থিব উন্নতি দেখিয়া প্রলুব্ধ হইয়া তাহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিতে যাইও না । শ্রবণ কর এবং স্মরণ রাখ, যাহারা তোমাদিগকে পার্থিব সম্পদের দিকে প্রলুব্ধ করিতেছে তাহারা খোদার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং উদাসীন । তাহাদের খোদা এক দুর্বল মানুষ ছাড়া আর কিছুই নহে । এই জন্য তাহারা অবহেলিত এবং পরিত্যক্ত ।

আমি তোমাদিগকে উপার্জন এবং শিল্পকার্য করিতে নিষেধ করি না; কিন্তু তোমরা ঐ সকল লোকের অনুগামী হইও না যাহারা এই সংসারকেই সব কিছু মনে করিতেছে । তোমাদের উচিৎ সাংসারিক বা পারত্রিক সকল কার্যেই খোদা হইতে ক্রমাগত শক্তি ও সুযোগ প্রার্থনা করিতে থাকা ; কিন্তু তাহা কেবল শুষ্ক

ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চারিত করিয়া নহে, বরং প্রার্থনার সঙ্গে সত্য সত্যই যেন এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, প্রত্যেক আশিস আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয়।

তোমরা প্রকৃত ধার্মিক তখনই হইবে, যখন প্রত্যেক কার্যে এবং বিপদে কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টা করার পূর্বে আপন গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া খোদার সমীপে প্রণত হইয়া বলিবে, 'হে প্রভু ! আমি বিপদে পড়িয়াছি, তুমি আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার কর।' এরূপ করিলে খোদা রূহুল কুদুস (পবিত্রাত্মা)-এর মাধ্যমে তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং গায়েব (অদৃশ্য) হইতে তোমাদের জন্য উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত করিবেন। আপন আত্মার প্রতি সদয় হও এবং যাহারা খোদার সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া সর্বতোভাবে পার্থিব সম্পদ বা উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছে, এমন কি কার্যারম্ভের পূর্বে খোদার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিয়া 'ইনশাল্লাহ্' বাক্যটুকুও উচ্চারণ করে না, তাহাদের অনুগামী হইও না। খোদা তোমাদিগকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রদান করুন যেন তোমরা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পার যে খোদাই তোমাদের সকল চেষ্টার কড়িকাঠ স্বরূপ। যদি কড়িকাঠ ভূতলে পড়িয়া যায় তবে বরগাগুলি কি ছাদে অবস্থান করিতে পারে ? কখনও নহে, বরং উহা তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইবে এবং তাহাতে অনেকের প্রাণহানি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তদ্রূপ খোদার সাহায্য ব্যতিরেকে তোমাদের প্রচেষ্টাও কিছুতেই টিকিতে পারে না। যদি তোমরা তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও ক্ষমতা ভিক্ষা করাকে স্বীয় জীবনের এক মূলনীতি জ্ঞান না কর, তবে তোমরা কোন সফলতাই লাভ করিতে পারিবে না এবং পরিশেষে বড়ই আক্ষেপের সহিত তোমাদিগকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

কখনও একথা মনে স্থান দিও না যে, অন্যান্য জাতি কেমন করিয়া কৃতকার্য হইতেছে ? তাহারা তো আমাদের 'কামেল' (সর্বগুণ-সম্পন্ন) এবং 'কাদীর' (সর্ব-শক্তিমান) খোদার বিষয় কিছুই অবগত নহে।' ইহার উত্তর এই যে, তাহারা খোদাকে পরিত্যাগ করায় এক পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াছে। খোদাতা'লার পরীক্ষা কখনও কখনও এরূপ হয় যে, যে ব্যক্তি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পার্থিব সুখ-সম্ভোগে মত্ত হয় এবং পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্ত হয়, তাহার জন্য তিনি পার্থিব

উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু ধর্মের দিক দিয়া সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া যায়। আবার কখনও সাংসারিক বিষয়ে বিফলতার দ্বারাও এরূপ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হয়। অবশেষে পার্থিব দুশ্চিন্তাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে এবং সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু শেষোক্ত পরীক্ষা প্রথমোক্ত পরীক্ষার মত ভয়ঙ্কর নহে। কেননা প্রথমোক্ত পরীক্ষায় নিপতিত ব্যক্তি অধিকতর গর্বিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, এই উভয় শ্রেণীর লোকই অভিশপ্ত। প্রকৃত সুখের উৎস খোদা। অতএব, এই সকল ব্যক্তি সেই 'হাইউন' (নিজে চিরঞ্জীব এবং অন্যের জীবনের কারণ) ও 'কাইউম' (নিজে চিরস্থায়ী এবং অন্যের স্থিতির কারণ) খোদা সম্বন্ধে অজ্ঞ, বরং উদাসীন এবং তাঁহা হইতে বিমুখ আছে বলিয়া তাহারা প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারিবে না। যে ব্যক্তি এই রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, সে 'মোবারক'(ধন্য) এবং যে ব্যক্তি এই রহস্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই, সে নিধনপ্রাপ্ত।

সুতরাং পার্থিব দার্শনিকদের অনুকরণ করা এবং তাহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখা তোমাদের উচিত নহে। কারণ, পার্থিব দর্শন অজ্ঞতাপূর্ণ। খোদার বাণীতে যে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। যে সকল ব্যক্তি পার্থিব দর্শনের প্রতি আসক্ত হইয়াছে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাহারা খোদার কিতাবে প্রকৃত জ্ঞান এবং দর্শনের অনুসন্ধান করিয়াছে তাহারাই সফলকাম হইয়াছে। অজ্ঞতার পথ কেন অবলম্বন কর? তোমরা কি খোদাকে এমন কথা শিখাইতে চাহ যাহা তিনি জানেন না? তোমরা কি পথের দিশা লাভ করিবার জন্য অন্ধের অনুসরণ করিবে? হে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ! যে নিজেই অন্ধ সে তোমাদিগকে কেমন করিয়া পথ প্রদর্শন করিবে? প্রকৃত জ্ঞান 'রূহুল কুদুসের' সাহায্যে লাভ হয় যাহার সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। এই রূহের সাহায্যে তোমরা সেই দিব্যজ্ঞান লাভ করিবে যাহা অন্যেরা লাভ করিতে পারে না। যদি নিষ্ঠার সহিত যাচ্ঞা কর তবে তোমরা একদিন এই জ্ঞান লাভ করিবে। তখন তোমরা উপলব্ধি করিবে যে, এই জ্ঞানই হৃদয়কে সজীবতা দেয় ও জীবন দান করে এবং 'একীনের মিনারায়' (দৃঢ়বিশ্বাসের চূড়ায়) পৌঁছাইয়া দেয়। যে নিজেই অপবিত্র দ্রব্য ভক্ষণ করে, সে কোথা হইতে তোমাকে পবিত্র খাদ্য প্রদান

করিবে ? যে নিজেই অন্ধ, সে কেমন করিয়া তোমাকে পথ প্রদর্শন করিবে ? প্রত্যেক পবিত্র জ্ঞান আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয় । সুতরাং মানব হইতে কিছুই প্রত্যাশা করিও না । যাহাদের আত্মা আকাশের দিকে ধাবিত হয় তাহারাই দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হয় । যে নিজেই সান্ত্বনা লাভ করে নাই সে কেমন করিয়া তোমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিবে ? কিন্তু এই সকল ঐশী-আশিস লাভ করিতে হইলে সর্ব প্রথমে হৃদয় পবিত্র, নিষ্ঠ ও সরল হওয়া আবশ্যক । ইহার পর উল্লিখিত সকল কিছু তোমাদিগকে দেওয়া হইবে ।

ওহীর দরজা এখনও খোলা আছে

কখনও ইহা মনে করিও না যে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে আর খোদার 'ওহী' (ঐশীবাণী) অবতীর্ণ হইবে না; যাহা অবতীর্ণ হইবার তাহা অতীতেই হইয়া গিয়াছে, *এবং 'রূহুল কুদুস'ও পূর্বেই অবতীর্ণ হইয়াছে, বর্তমানে আর অবতীর্ণ হইবে না । আমি তোমাদিগকে সত্য সত্যই বলিতেছি যে, প্রত্যেক দ্বারই বন্ধ হইতে পারে কিন্তু 'রূহুল কুদুস'-এর অবতীর্ণ হইবার দ্বার কখনও বন্ধ হইতে পারে না । তোমরা তোমাদের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও যেন তিনি তথায় প্রবেশ করিতে পারেন । জ্যোতিঃ প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া তোমরা নিজেরাই নিজ নিজ আত্মাকে এই সূর্য হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতেছ । হে অজ্ঞ ! উঠ এবং হৃদয়ের জানালা খুলিয়া দাও । তাহা হইলে জ্যোতিঃ নিজেই তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে । খোদাতা'লা যখন পার্থিব অনুগ্রহের পথ এই যুগে তোমাদের জন্য বন্ধ করেন নাই বরং প্রশস্ত করিয়াছেন, তখন তোমরা কি কখনও ধারণা করিতে পার যে তিনি তোমাদের জন্য যাহা এখন একান্ত আবশ্যক তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ? কখনও নহে; বরং অধিকতর প্রশস্তভাবে এখন তাহা উন্মুক্ত করা হইয়াছে । 'সুরা ফাতেহায়' প্রদত্ত আপন

---

* কুরআন শরীফে 'শরীয়াত' (ধর্ম-বিধান) শেষ হইয়াছে কিন্তু 'ওহী' (ঐশীবাণী) শেষ হয় নাই । কারণ 'ওহী' সত্য ধর্মের জীবন । যে ধর্মে 'ওহী' জারী (প্রচলিত) নাই সে ধর্ম মৃত এবং খোদার সাহায্য হইতে বঞ্চিত ।

শিক্ষানুযায়ী খোদাতা'লা যখন অতীতের সকল আশিসের দ্বার বর্তমানে তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছেন, তখন তোমরা কেন তাহা গ্রহণে অস্বীকার করিতেছ ?

সেই উৎসের পিয়াসী হও, তাহা হইলে উহা আপনা আপনি তোমাদের নিকট আগমন করিবে; সেই দুগ্ধের জন্য তোমরা শিশুর ন্যায় ক্রন্দন কর, যে দুগ্ধ স্বতঃই স্তন হইতে নির্গত হইয়া আসে। তোমরা দয়ার যোগ্যপাত্র হও, তাহা হইলে তোমাদের প্রতি দয়া করা হইবে; উদ্বিগ্ন হও, সান্ত্বনা পাইবে; পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন কর যেন স্বপ্নেই ঐশী-হস্তের স্পর্শ আসিয়া তোমাদিগকে সান্ত্বনা দেয়। খোদার পথ বড় দুর্গম, কিন্তু যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বরণ করিয়া অতল গহ্বরে পতিত হয়, তাহার জন্য ইহা সুগম হইয়া যায়।

সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি, যে খোদার জন্য নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যে আপন 'নফস' বা প্রবৃত্তির জন্য খোদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে না। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া খোদার আদেশ লঙ্ঘন করে, সে কখনও জান্নাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না।

সুতরাং তোমরা সর্বদা সচেষ্ট থাক যেন কুরআন শরীফের এক বিন্দুবিসর্গও তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেয় এবং সে জন্য যেন তোমরা ধৃত না হও; কেননা বিন্দু পরিমাণ অন্যায়ও দণ্ডনীয়। সময় সঙ্কীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অনন্ত। দ্রুত চল, কারণ সন্ধ্যা আগত প্রায়। যাহা কিছু উপস্থিত করিতে হইবে, তাহা পুনঃ পুনঃ দেখিয়া লও যেন কোন কিছু থাকিয়া না যায় এবং শেষে যেন ক্ষতির কারণ না হয়, বা সকল কিছু পচা বা অচল বলিয়া প্রভুর দরবারে অগ্রাহ্য না হয়।

কুরআন মজীদের উচ্চ মর্যাদা

আমি শুনিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ নাকি 'হাদীসকে' সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করে । যদি কেহ এরূপ করে তবে সে মারাত্মক ভুল করিতেছে । আমি কখনও এরূপ করিতে বলি নাই বরং আমার শিক্ষা এই যে, তোমাদের হেদায়াতের (পথ প্রদর্শনের) জন্য আল্লাহ্‌তা'লা তিনটি জিনিস দিয়াছেন । সর্বপ্রথম কুরআন শরীফ, যাহাতে খোদার তৌহীদ (একত্ব), গৌরব এবং মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল উহার মীমাংসা করা হইয়াছে । তদ্রূপ কুরআন শরীফে খোদা ভিন্ন অন্য বস্তুর উপাসনা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, সে কোন মানুষ বা পশুই হউক, চন্দ্র, সূর্য বা কোন নক্ষত্রই হউক, কোন উপায় বা উপকরণই হউক, কিম্বা তাহার নিজ ব্যক্তিত্বই হউক । সুতরাং তোমরা সাবধান হও এবং খোদার শিক্ষা এবং কুরআনের হেদায়াতের বিরুদ্ধে এক পদও অগ্রসর হইও না । আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত আদেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে । প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল ।

সুতরাং তোমরা কুরআন শরীফকে গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ কর এবং উহার সহিত এরূপ প্রণয় ও অনুরাগের সম্বন্ধ স্থাপন কর, যেরূপ প্রণয় বা অনুরাগের সম্বন্ধ অন্য কাহারও সঙ্গে কর নাই । কারণ খোদাতা'লা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, اَلْخَيْرُ كُلُّهٗ فِى الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ সর্বপ্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফেই নিহিত আছে । এই কথাই সত্য । ধিক্‌ ঐ সকল ব্যক্তিকে, যাহারা কুরআন শরীফের উপর অন্য কোন বস্তুকে স্থান দেয় । তোমাদের সমস্ত সফলতা ও মুক্তির উৎস কুরআন শরীফে আছে । তোমাদের এরূপ কোন ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিষয় নাই যাহা কুরআন শরীফে নাই । 'কেয়ামতের' দিন তোমাদের ঈমানের সত্যাসত্যের মানদণ্ড একমাত্র কুরআন শরীফই হইবে । কুরআন শরীফ ভিন্ন আকাশের নিম্নে অন্য গ্রন্থ নাই যাহা কুরআন শরীফের

সাহায্য ব্যতিরেকে তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতে পারে। খোদা তোমাদের প্রতি বহু অনুগ্রহ করিয়াছেন যে কুরআন শরীফের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তবে তাহারা ধ্বংস-প্রাপ্ত হইত না। এই যে নেয়ামত (অনুগ্রহ) ও হেদায়াত তোমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে তাহা যদি ইহুদীদিগকে তওরাতের স্থলে দেওয়া হইত, তবে তাহাদের কোন কোন ফেরকা 'কেয়ামতের' অস্বীকারকারী হইত না। সুতরাং তোমরা খোদা-প্রদত্ত এই নেয়ামতের মর্যাদা উপলব্ধি কর। ইহা অতি প্রিয় নেয়ামত, ইহা এক মহাসম্পদ। যদি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ না হইত তাহা হইলে সমগ্র দুনিয়া অপবিত্র মাংসপিণ্ডের ন্যায় রহিয়া যাইত। কুরআন শরীফের সম্মুখে অন্য সকল ধর্মগ্রন্থ তুচ্ছ।

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন বিঘ্ন না থাকে, তবে কুরআন শরীফ মানুষকে এক সপ্তাহের মধ্যে পবিত্র করিতে পারে। যদি তোমরা স্বয়ং কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তবে উহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। কুরআন শরীফ ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্র পাঠককে সর্বপ্রথমেই এই প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছে এবং এই আশ্বাস দিয়াছে যে—

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

"আমাদিগকে সেই পুরস্কার লাভের পথ প্রদর্শন কর, যাহা পূর্ববর্তীগণকে প্রদর্শন করা হইয়াছে, যাঁহারা নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ ছিলেন।"

সুতরাং নিজেদের সাহস বৃদ্ধি কর এবং কুরআন শরীফের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করিও না, কারণ উহা তোমাদিগকে ঐ সকল আশিস প্রদান করিতে চায় যাহা তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে প্রদান করা হইয়াছিল।

খোদাতা'লা বরং তোমাদের প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রাখেন। তিনি তোমাদিগকে তাহাদের ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় সম্পদের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন, কিন্তু 'কেয়ামত' পর্যন্ত তোমাদের উত্তরাধিকারী কেহই

হইবে না। খোদাতা'লা তোমাদিগকে ওহী, ইলহাম, মোকালামা ও মোখাতাবা (খোদার সহিত বাক্যালাপ) হইতে কখনও বঞ্চিত রাখিবেন না। তিনি পূর্ববর্তী উম্মতকে যে সকল অনুগ্রহ প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্‌সমুদয়ই তিনি তোমাদিগকে প্রদান করিবেন; কিন্তু যে ব্যক্তি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতঃ খোদাতা'লার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়া বলিবে যে তিনি তাহার প্রতি 'ওহী' নাযেল করিয়াছেন অথচ প্রকৃতপক্ষে কোন ওহী তাহার প্রতি অবতীর্ণ হয় নাই, অথবা যে ব্যক্তি বলিবে যে, খোদাতা'লার সহিত তাহার 'মোকালামা-মোখাতাবা' হইয়াছে অথচ বাস্তবিক পক্ষে তাহা হয় নাই, আমি তদ্রূপ ব্যক্তি সম্বন্ধে খোদাতা'লা এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কারণ সে আপন স্রষ্টার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছে এবং তাঁহার সহিত প্রতারণা করিয়াছে।

সুন্নাত

হেদায়াত লাভের দ্বিতীয় উপায় যাহা মুসলমানদিগকে প্রদান করা হইয়াছে, তাহা 'সুন্নাত' অর্থাৎ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ব্যবহারিক জীবন-পদ্ধতি যাহা তিনি কুরআন শরীফের আদেশাবলীর ব্যাখ্যা স্বরূপ কার্যতঃ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন— যথা, কুরআন শরীফ হইতে প্রকাশ্যতঃ দৈনিক পাঁচবার নামাযের রাকায়াতসমূহ— অর্থাৎ প্রাতঃকালে কত রাকায়াত এবং অন্যান্য সময় কত রাকায়াত তাহা জানা যায় না, কিন্তু 'সুন্নাত' সকল বিষয় ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে। 'সুন্নাত' ও 'হাদীস' একই বস্তু বলিয়া যেন কেহ ভুল না করে, কারণ হাদীস একশত বা দেড় শত বৎসর পর সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু 'সুন্নাত' কুরআন শরীফের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যমান ছিল। কুরআন শরীফের পর সুন্নাতই মুসলমানদের প্রতি রসূল (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠ দান। খোদাতা'লা ও রসূল (সাঃ)-এর দায়িত্ব মাত্র দুইটি বিষয়ে ছিল এবং তাহা এই যে খোদাতা'লা কুরআন অবতীর্ণ করিয়া নিজ বাক্য দ্বারা সৃষ্ট জীবকে আপন ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহা ছিল

ঐশ্য বিধানের কর্তব্য। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কর্তব্য ছিল খোদাতা'লার বাণী কার্যে পরিণত করিয়া লোকদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া । সুতরাং রসূল করীম (সাঃ) খোদার সেই কথিত বাণীকে কর্মের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং নিজ সুন্নাত অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবন দ্বারা বিধি-বিধান সম্পর্কিত কঠিন সমস্যাদির মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন । ইহা বলা অসঙ্গত হইবে যে, এই সব বিষয়ের মীমাংসার দায়িত্ব হাদীসের । কারণ হাদীসের অস্তিত্বের পূর্বে জগতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । হাদীস সংগৃহীত হওয়ার পূর্বে কি লোক নামায পড়িত না, যাকাত প্রদান করিত না, হজ্জ সম্পাদন করিত না, কিংবা 'হালাল হারাম' (বৈধ-অবৈধ) বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিল না ?

হাদীসের মর্যাদা— কুরআন ও সুন্নতের অনুগামীর

অবশ্য, হেদায়াত লাভের তৃতীয় উপায় হাদীস। কারণ হাদীস ইসলামের ঐতিহাসিক, নৈতিক এবং ফেকাহ্ বা বিধি-বিধান সম্বন্ধীয় বহু বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে । অধিকন্তু হাদীসের এক বড় উপকারিতা এই যে, উহা কুরআন ও সুন্নতের সেবা করে । যাহারা কুরআনের মর্যাদা বুঝে না তাহারা এ বিষয়ে হাদীসকে কুরআন শরীফের 'কাজী' বা বিচারক বলে যেমন ইহুদীগণ তাহাদের হাদীস সম্বন্ধে বলিয়া থাকে । কিন্তু আমরা হাদীসকে কুরআন ও সুন্নতের সেবকরূপে জ্ঞান করি এবং ইহা কাহারও অবিদিত নহে যে, সেবকের দ্বারাই প্রভুর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় । কুরআন খোদাতা'লার বাণী এবং 'সুন্নাত' রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কার্যপদ্ধতি এবং হাদীস সুন্নাতের জন্য সমর্থনকারী সাক্ষ্যস্বরূপ। نَعُوْذُ بِاللهِ (আল্লাহ্ বাঁচান)— হাদীসকে কুরআনের উপর বিচারক মনে করা মহা ভ্রম। কুরআনের উপর যদি কেহ বিচারক হইয়া থাকে, তবে তাহা স্বয়ং কুরআনই । হাদীস আনুমানিক প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে বটে কিন্তু কুরআনের বিচারকর্তা হইতে পারে না । ইহা কেবল সমর্থনকারী প্রমাণ-স্বরূপ। কুরআন ও সুন্নাত যাবতীয় মূল বিষয় কার্যতঃ প্রদর্শন করিয়াছে এবং হাদীস কেবল সমর্থনকারী সাক্ষ্য-স্বরূপ। কুরআনের উপর হাদীস কেমন

করিয়া বিচারক হইতে পারে ? কুরআন এবং সুন্নাত সেই যুগের লোকদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেছিল, যখন এই কৃত্রিম কাজীর কোন অস্তিত্বই ছিল না। একথা বলিও না যে হাদীস কুরআনের উপর বিচারক বরং একথা বল যে হাদীস কুরআন ও সুন্নাতের জন্য সমর্থনকারী সাক্ষ্য-স্বরূপ। সুন্নাত দ্বারা সেই পথ বুঝায়, যে পথে আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার সাহাবা (রাঃ)-দিগকে কার্যতঃ পরিচালিত করিয়াছিলেন। সুন্নাত ঐ সমস্ত কথা নহে যাহা হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর প্রায় একশত বৎসর পরে পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল বরং ঐ গুলির নাম হাদীস। সুন্নাত সেই আদর্শ কার্যপদ্ধতির নাম যাহা পুণ্যবান মুসলমানদের কর্ম-জীবনের প্রথম হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং যাহার উপর সহস্র সহস্র মুসলমানকে চালিত করা হইয়াছে। অবশ্য হাদীসের অধিকাংশ বিষয় যদিও আনুমানিক প্রমাণের স্তরে অবস্থিত, তথাপি কুরআন ও সুন্নাতের বিরোধী না হইলে উহা দলীলরূপে গৃহীত হইতে পারে। ইহা কুরআন ও সুন্নাতের সমর্থনকারী এবং ইহাতে ইসলামের অনেক বিধি-বিধানের ভাণ্ডার নিহিত আছে।

সুতরাং হাদীসের মর্যাদা না করা হইলে ইসলামের এক অঙ্গ হানি করা হয়। অবশ্য, যদি কোন হাদীস কুরআন কর্তৃক সমর্থিত অন্য কোন হাদীসের বিপরীত হয় অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি এরূপ কোন হাদীস দেখা যায় যাহা সহী বুখারীর বিরোধী, তবে এইরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য হইবে না। কারণ, এরূপ হাদীস গ্রহণ করিলে কুরআন এবং কুরআন সমর্থিত হাদীসকে 'রদ' বা অগ্রাহ্য করিতে হয়, এবং আমার বিশ্বাস কোন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি এরূপ কোন হাদীসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে সাহসী হইবেন না, যাহা কুরআন ও সুন্নাত এবং কুরআন শরীফ-সম্মত হাদীসের বিরোধী। যাহা হউক, হাদীসের সম্মান কর এবং তদ্দারা উপকৃত হও, কারণ তাহা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতি আরোপিত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাহা কুরআন ও সুন্নাত কর্তৃক মিথ্যা প্রতিপন্ন না হয় ততক্ষণ তোমরাও উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিও না। পক্ষান্তরে নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীস তোমাদের এরূপভাবে পালন করা উচিত, যেন তোমাদের কোন গতি বা

স্থিতি এবং কোন কর্ম-সাধন বা কর্ম-বিরতি হাদীসের সমর্থন ব্যতিরেকে না হয়। কিন্তু যদি কোন হাদীস কুরআন শরীফে বর্ণিত বিষয়ের স্পষ্ট বিরোধী হয় তবে উহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার জন্য চিন্তা কর— হয়ত, ঐরূপ অসামঞ্জস্য আমাদেরই ভ্রমবশতঃ হইতেছে। যদি কোনরূপেই সেই অসামঞ্জস্য দূরীভূত না হয় তবে এরূপ হাদীস বর্জন কর। কারণ তাহা রসূল করীম (সাঃ)-এর পক্ষ হইতে নহে। পক্ষান্তরে, যদি কোন হাদীস 'যয়ীফ' (দুর্বল) হয় অথচ কুরআনের সহিত উহার সামঞ্জস্য থাকে তবে এরূপ হাদীস গ্রহণ কর। কারণ কুরআন উহার সত্যতা প্রমাণ করে।

ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত হাদীসসমূহ পরীক্ষা করিবার প্রণালী

আবার যদি কোন হাদীস কোন ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত হয়, কিন্তু হাদীস সঙ্কলনকারীদের অভিমতে তাহা দুর্বল প্রতিপন্ন হয়, অথচ তোমাদের যুগে কিংবা তৎপূর্বে সেই হাদীস সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে সেই হাদীস সত্য বলিয়া গ্রহণ কর এবং যে সকল মুহাদ্দীস (হাদীসের সঙ্কলনকারী) ও 'রাবী' (বর্ণনাকারী) এরূপ হাদীসকে যয়ীফ (দুর্বল) বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে, তাহাদিগকে ভ্রান্ত ও মিথ্যাবাদী জ্ঞান কর। এরূপ শত শত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত হাদীস আছে যাহার অধিকাংশ মুহাদ্দীসগণের নিকট মজ্রূহ অথবা যয়ীফ বলিয়া পরিগণিত। অতএব যদি এরূপ কোন হাদীস পূর্ণ হয় এবং তোমরা ইহাকে এই বলিয়া বর্জন কর যে, যেহেতু এই হাদীস দুর্বল অথবা ইহার কোন বর্ণনাকারী ধার্মিক নহে, তজ্জন্য আমরা ইহাকে গ্রহণ করি না, তবে এমতাবস্থায় এরূপ হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করা তোমাদের পক্ষে বে-ঈমানী হইবে। কারণ খোদাতা'লা স্বয়ং ইহার সত্যতা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। মনে কর, যদি এইরূপ সহস্র হাদীস থাকে এবং মুহাদ্দীসগণ সেইগুলিকে দুর্বল বলিয়া থাকেন অথচ এই সকল হাদীস সম্বলিত সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় তবে কি

তোমরা এইরূপ হাদীসগুলিকে দুর্বল জ্ঞান করিয়া ইসলামের সহস্র প্রমাণ বিনষ্ট করিয়া দিবে ? এরূপ করিলে তোমরা ইসলামের শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে ।

আল্লাহতা'লা বলেন ঃ—

فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۙ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

"তিনি কাহারও উপর অদৃশ্য বিষয়সমূহ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন না, কিন্তু এমন রসূল ছাড়া, যাহাকে তিনি মনোনীত করেন" (৭২ঃ২৭-২৮)।

সুতরাং, সত্য ভবিষ্যদ্বাণী সত্য রসূল ভিন্ন আর কাহার প্রতি আরোপিত হইতে পারে ? এরূপস্থলে ইহা বলা কি ঈমানদারীর কথা নহে যে, কোন কোন মুহাদ্দীস শুদ্ধ হাদীসকে দুর্বল বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন ? পক্ষান্তরে ইহা বলা কি উপযোগী হইবে যে, মিথ্যা হাদীসকে সত্য প্রতিপন্ন করিয়া খোদাতা'লা (নাউযুবিল্লাহ) ভুল করিয়াছেন ? যদি কোন হাদীস দুর্বল শ্রেণীভুক্তও হয় অথচ কুরআন শরীফ ও সুন্নতের বিরোধী না হয়, কিম্বা ঐরূপ হাদীসেরও বিরোধী না হয় যাহা কুরআন কর্তৃক সমর্থিত, তবে এরূপ হাদীসের উপর আমল কর । কিন্তু বড়ই সাবধানতার সহিত হাদীসের উপর আমল করা উচিত, কারণ অনেক মওযু হাদীসও আছে যাহার কারণে ইসলামে ফেৎনা সৃষ্টি হইয়াছে । প্রত্যেক ফেরকাই নিজ নিজ আকীদা (ধর্ম-বিশ্বাস) অনুযায়ী হাদীস মানিয়া চলে—

كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ○ "প্রত্যেকটি দলই তাহাদের নিকট যাহা কিছু আছে তাহা লইয়াই আনন্দিত" (৩০ঃ৩৩)। — এমন কি হাদীসের ঐরূপ বৈষম্য নামাযের ন্যায় সুনিশ্চিত ও চিরাচরিত ফরযগুলিকেও বিভিন্ন আকৃতি প্রদান করিয়াছে । কেহ 'আমীন' সশব্দে বলে, কেহ নিঃশব্দে, ইমামের পশ্চাতে কেহ সূরা 'ফাতেহা' পাঠ করে, কেহ এরূপ পাঠ করাকে নামাযের আচার বিরোধী মনে করে, কেহ বুকের উপর হস্ত ধারণ করে, কেহ নাভির নীচে ধারণ করে এই বৈষম্যের মূল কারণ হাদীসের মধ্যেই রহিয়াছে । নতুবা, সুন্নত একই পন্থা নির্দেশ করিয়াছিল । অতঃপর বিভিন্ন বর্ণনার সংমিশ্রণে এই পন্থাটি ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিয়াছে ।

পাপ হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় পূর্ণ বিশ্বাস

হে খোদান্বেষী বান্দাগণ! কর্ণ উন্মুক্ত করিয়া শ্রবণ কর, একীনের (দৃঢ় বিশ্বাসের) সদৃশ কোন বস্তু নাই। একমাত্র 'একীন'ই মানুষকে পাপকার্য হইতে বিরত রাখে, 'একীন'ই মানুষকে পুণ্যকর্ম সাধন করিবার শক্তি প্রদান করে। একমাত্র একীনই মানুষকে খোদাতা'লার 'আশেকে-সাদেক' বা খাঁটি প্রেমিক করে। 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা পাপ বর্জন করিতে পার? 'একীনের' জ্যোতিঃ ব্যতিরেকে কি তোমরা প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে দমন করিতে পার? 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা কোন শান্তি লাভ করিতে পার? 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা কোন প্রকৃত পরিবর্তন সাধন করিতে পার? 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা কোন সত্যিকারের সুখ লাভ করিতে পার? আকাশের নিম্নে কি এমন কোন 'কাফ্ফারা' (Atonement বা প্রায়শ্চিত্ত) এবং এমন কোন 'ফিদিয়া' (বদলা) আছে, যাহা তোমাদিগকে পাপ বর্জন করাইতে পারে? মরিয়মের পুত্র ঈসার কল্পিত রক্ত কি তোমাদিগকে পাপ কর্ম হইতে পরিত্রাণ দিবে?

হে খৃষ্টানগণ! এরূপ মিথ্যা কথা বলিও না যাহাতে পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়। স্বয়ং যীশুও তাঁহার পরিত্রাণের জন্য 'একীনের' মুখাপেক্ষী ছিলেন। তিনি 'একীন' করিয়াছিলেন, তাই 'নাজাত' বা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। পরিতাপ সকল খৃষ্টানদের জন্য! যাহারা এই বলিয়া জগতকে প্রতারিত করে যে, তাহারা মসীহের রক্তের দ্বারা 'নাজাত' লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ তাহারা আপাদমস্তক পাপে মগ্ন। তাহারা জানে না তাহাদের খোদা কে, বরং তাহাদের জীবন অবহেলাময়, মদের নেশায় তাহাদের মস্তিষ্ক অভিভূত; কিন্তু সেই পবিত্র নেশা যাহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয়, তদ্সম্বন্ধে তাহারা অনভিজ্ঞ। যে জীবন খোদাতা'লার সহিত সম্পর্ক রাখে এবং যাহা মানবের পবিত্র জীবনের ফল, তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত। অতএব স্মরণ রাখিও যে, 'একীন' ব্যতিরেকে তোমরা অন্ধকারপূর্ণ জীবন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না এবং 'রূহুল কুদুস' বা পবিত্রাত্মাও তোমরা লাভ করিতে পারিবে না। 'মোবারক' (ভাগ্যবান) সেই

ব্যক্তি যে একীন' লাভ করিয়াছে, কারণ সে-ই খোদাতা'লার দর্শন লাভ করিবে। 'মোবারক' সেই ব্যক্তি যে সকল সংশয় ও সন্দেহ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে, কারণ সে-ই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। 'মুবারক' তোমরা, যখন তোমাদিগকে 'একীনের' সম্পদ দেওয়া হয়, কারণ, উহার ফলে তোমাদের গোনাহ্ বা পাপের অবসান হইবে। 'গোনাহ' ও 'একীন' এই দুইটি একত্রিত হইতে পারে না। তোমরা কি সেই গর্তে হস্ত প্রবিষ্ট করিতে পার, যাহার ভিতরে তোমরা এক বিষাক্ত সর্প দেখিতেছ ? তোমরা কি এরূপ স্থলে দণ্ডায়মান থাকিতে পার যেখানে কোন আগ্নেয়গিরি হইতে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয়, কিংবা বজ্রপাত হয়, অথবা যেখানে এক রক্তপিপাসু ব্যাঘ্রের আক্রমণের সম্ভাবনা আছে, বা যেখানে এক ধ্বংসকারী প্লেগ মানুষের বংশ নিপাত করিতেছে ? সুতরাং খোদাতা'লার প্রতি যদি তোমাদের ঠিক সেইরূপ বিশ্বাস থাকে, যেরূপ বিশ্বাস সর্প, বজ্র, ব্যাঘ্র বা প্লেগের প্রতি আছে, তবে ইহা সম্ভবপর নহে যে তোমরা খোদাতা'লার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া শান্তির পথ অবলম্বন করিতে পার, কিংবা তাঁহার সহিত তোমরা সরলতা ও বিশ্বস্ততার সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পার।

হে পুণ্য কর্ম ও সাধুতার প্রতি আহুত জনমণ্ডলী ! নিশ্চয় জানিও, খোদাতা'লার প্রতি আকর্ষণ তোমাদের মধ্যে তখনই জন্মিতে পারে এবং তখনই তোমাদিগকে পাপের ঘৃণিত কলঙ্ক হইতে পবিত্র করা হইবে, যখন তোমাদের হৃদয় 'একীনে' পূর্ণ হইবে। সম্ভবতঃ তোমরা বলিবে যে তোমাদের 'একীন' লাভ হইয়াছে,কিন্তু স্মরণ রাখিও ইহা তোমাদের আত্ম-প্রতারণা মাত্র। নিশ্চয়ই তোমরা 'একীন' লাভ কর নাই, কারণ উহার উপাদান তোমাদের এখনো লাভ হয় নাই। এই কারণেই তোমরা পাপ বর্জন করিতে পারিতেছ না। তোমাদের সৎকর্মে যেরূপ অগ্রসর হওয়া উচিত, তোমরা তদ্রূপ অগ্রসর হইতেছ না এবং তোমাদের যেরূপ ভয় করা উচিত, তোমরা তদ্রূপ ভয় করিতেছ না। নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ, যাহার এই 'একীন' আছে যে, কোন গর্তে সর্প আছে, সে কি কখনো সেই গর্তে হস্ত প্রবিষ্ট করিতে পারে ? যে ব্যক্তির 'একীন' থাকে যে তাহার খাদ্যে বিষ মিশ্রিত আছে, সে কি কখনো সেই খাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকে ? যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় যে কোন বনে এক হিংস্র রক্তপায়ী ব্যাঘ্র আছে,

তাহার পা কেমন করিয়া অসাবধানতা ও উদাসীনতার সহিত সেই বনের দিকে অগ্রসর হইতে পারে ?

যদি খোদাতা'লা এবং তাঁহার 'জাযা' ও 'সাজার' (পুরস্কার ও দণ্ডদানের) প্রতি তোমাদের 'একীন' থাকিত, তবে কি প্রকারে তোমাদের হস্ত, পদ, কর্ণ ও চক্ষু পাপকর্ম করিতে সাহস করিত ? পাপ 'একীনের' উপর জয়ী হইতে পারে না। যখন তোমরা এক ভস্মকারী ও গ্রাসকারী অগ্নি দেখিতে পাও, তখন তোমরা কি প্রকারে সেই অগ্নিতে নিজ দেহ নিক্ষেপ করিতে পার ? 'একীনে'র প্রাচীর আকাশ পর্যন্ত প্রসারিত। শয়তান উহার উপর আরোহণ করিতে পারে না। যিনি পবিত্র হইয়াছেন, তিনি 'একীনের' সাহায্যেই পবিত্র হইয়াছেন। 'একীন' দুঃখ বরণ করিবার ক্ষমতা দান করে। এমন কি ইহা এক বাদশাহ্‌কে সিংহাসন ত্যাগ করাইয়া ভিক্ষুকের বেশ পরিধান করায়। 'একীন' সর্বপ্রকার দুঃখ সহজ করিয়া দেয়। 'একীন' খোদাতা'লার দর্শন লাভ করাইয়া দেয়। প্রত্যেক 'কাফ্‌ফারা' (প্রায়শ্চিত্ত) মিথ্যা, এবং প্রত্যেক প্রকার 'ফিদিয়া' (বদলা) নিষ্ফল। প্রত্যেক প্রকারের পবিত্রতা 'একীন' দ্বারাই লাভ হয়। একমাত্র 'একীন'ই পাপ হইতে অব্যাহতি দিয়া খোদাতা'লার নিকট পৌঁছায় এবং নিষ্ঠা ও দৃঢ়তায় ফিরিশ্‌তা অপেক্ষাও অধিক অগ্রসর করিয়া দেয়।

যে ধর্মে 'একীন' লাভের উপায় নাই, তাহা মিথ্যা। যে ধর্ম 'একীনের' সাহায্যে খোদাতা'লার দর্শন লাভ করাইয়া দিতে পারে না, সে ধর্ম মিথ্যা। যে ধর্মে পৌরাণিক কাহিনী ভিন্ন অন্য কিছু নাই, তাহা মিথ্যা।

কাহিনীতে সন্তুষ্ট হইও না

খোদাতা'লা পূর্বে যেরূপ ছিলেন এখনো তদ্রূপই আছেন। তাঁহার 'কুদরত' বা শক্তিনিচয় পূর্বে যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে ; পূর্বে যেরূপ তাঁহার নিদর্শন প্রদর্শন করিবার ক্ষমতা ছিল, এখনো তদ্রূপই আছে। অতএব তোমরা শুধু কিস্‌সা কাহিনীতেই কেন সন্তুষ্ট থাক ? সেই ধর্ম ধ্বংস-প্রাপ্ত, যাহার মোজেযা বা অলৌকিক ক্রিয়া-সমূহ এবং ভবিষ্যদ্বাণীসমূহও কেবল কিস্‌সা।

সেই জামা'ত ধ্বংসপ্রাপ্ত, যাহার উপর খোদাতা'লার জ্যোতিঃ অবতীর্ণ হয় নাই এবং যাহা 'একীনের' সাহায্যে খোদাতা'লার হস্ত দ্বারা পবিত্র হয় নাই ।

মানব যেমন ইন্দ্রিয়ের ভোগের সামগ্রী দেখিয়া সে দিকে আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মানব যখন 'একীনের' সাহায্যে আধ্যাত্মিক স্বাদ লাভ করে, তখন সে খোদাতা'লার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার সৌন্দর্য তাহাকে এরূপ মুগ্ধ করিয়া দেয় যে অন্যান্য যাবতীয় বস্তু তাহার নিকট একেবারে তুচ্ছ ও পরিত্যাজ্য বোধ হয় । মানুষ তখনই পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়, যখন সে খোদাতা'লা এবং তাঁহার 'জব্‌রুত' (মহাশক্তি) ও 'জাযা-সাজা' (পুরস্কার-শাস্তি) সম্বন্ধে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে । অজ্ঞতাই সর্বপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ। যে ব্যক্তি খোদাতা'লার 'একীনী মা'রেফাত' (নিশ্চিত জ্ঞান) হইতে কিছুমাত্র অংশ লাভ করে, সে কখনো উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে না ।

যদি কোন গৃহস্বামী বুঝিতে পারে যে, এক প্রবল বন্যা তাহার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, কিংবা তাহার গৃহের চতুর্দিকে আগুন লাগিয়াছে এবং অল্পমাত্র স্থান বাকী আছে, তবে সে সেই গৃহে তিষ্ঠিতে পারে না। এমতাবস্থায় খোদাতা'লার বিধি-বিধানে 'একীন' বা স্থির-নিশ্চিত জ্ঞানের দাবী করার পর তোমরা কেমন করিয়া এরূপ ভীষণ অবস্থায় রহিয়াছ ? সুতরাং তোমরা চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া খোদাতা'লার সেই নিয়ম অবলোকন কর যাহা সমগ্র দুনিয়ায় পরিলক্ষিত হয় । অধোগামী মুষিক সাজিও না বরং উর্ধগামী কবুতর হইতে চেষ্টা কর— যাহা নভোমণ্ডলে বিচরণ করা পসন্দ করে । তোমরা 'তওবা' করিয়া 'বয়আত' গ্রহণ করার পর পুনরায় পাপে লিপ্ত থাকিও না এবং সর্প সদৃশ হইও না যাহা খোলস পরিবর্তন করার পরও সর্পই থাকিয়া যায় । মৃত্যুকে স্মরণ রাখিও, কারণ উহা তোমাদের নিকট বিচরণ করিতেছে এবং তোমরা তদ্‌সম্বন্ধে অজ্ঞ । চেষ্টা কর যেন পবিত্র হও, কারণ মানুষ পবিত্র অস্তিত্বকে তখনই লাভ করিতে পারে যখন সে স্বয়ং পবিত্র হয় ।

পবিত্র হইবার উপায় সেই নামায যাহা দীনতার সহিত পালন করা হয়

কিন্তু এই কল্যাণ তোমরা কেমন করিয়া লাভ করিতে পার —স্বয়ং খোদাতা'লাই ইহা বলিয়া দিয়াছেন। তিনি কুরআন শরীফে বলিয়াছেন ঃ—

اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

অর্থাৎ— তোমরা ধৈর্য্য এবং নামাজের মাধ্যমে খোদাতা'লার সাহায্য প্রার্থনা কর। (২ঃ১৫৪)।

নামায কি ? ইহা এক দোয়া, যাহা 'তস্‌বীহ্‌' (মহিমা কীর্তন), তাহ্‌মীদ (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন),'তক্‌দীস্‌' (পবিত্রতা কীর্তন) এবং 'ইস্তেগফার' (নিজের দুর্বলতা স্বীকার করিয়া শক্তি প্রার্থনা) ও 'দরূদ' (অর্থাৎ— আঁ-হযরত (সাঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি আশিস কামনা করা) সহ সবিনয়ে প্রার্থনা করা হয়। সুতরাং যখন তোমরা নামায পড় তখন অজ্ঞ লোকদের ন্যায় দোয়ায় শুধু আরবী শব্দ ব্যবহারে সীমাবদ্ধ থাকিও না। কারণ তাহাদের নামায এবং তাহাদের 'ইস্তেগফার' সবই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ মাত্র। উহাতে কোন সার নাই। কিন্তু তোমরা নামায পড়িবার কালে খোদাতা'লার বাণী কুরআন ব্যতীত এবং অন্যান্য কতিপয় প্রচলিত দোয়া ব্যতীত, যাহা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর বাণী, নিজের যাবতীয় সাধারণ দোয়ায় নিজ ভাষাতেই কাতর নিবেদন জানাও, যেন তোমাদের হৃদয়ে সেই সকাতর নিবেদনের সুপ্রভাব পতিত হয়।

নামাযে ভাবী বিপদের প্রতিকার রহিয়াছে। তোমরা অবগত নহ যে, উদীয়মান নব দিবস তোমাদের জন্য কি قَضَاءٌ وَقَدْرٌ (নিয়তি) আনয়ন করিবে। সুতরাং দিবসের প্রারম্ভেই তোমরা তোমাদের مَوْلٰى বা প্রকৃত অভিভাবকের সমীপে সবিনয়ে নিবেদন কর যেন তোমাদের জন্য মঙ্গল ও আশিসপূর্ণ দিবস আগমন করে।

হে আমীর, বাদশাহ এবং ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণ !

হে আমীর, বাদশাহ এবং ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণ ! আপনাদের মধ্যে এরূপ অল্প লোকই আছেন যাঁহারা খোদাতা'লাকে ভয় করেন এবং তাঁহার পথসমূহে সততা ও সাধুতা অবলম্বন করিয়া চলেন । অনেকেই দুনিয়ার সম্পদ এবং ঐশ্বর্যে মত্ত হইয়া আছে এবং তাহাতে জীবন নিঃশেষ করিতেছে এবং মৃত্যুকে স্মরণ করিতেছে না । প্রত্যেক আমীর বা ধনাঢ্য ব্যক্তি,যে নামায পড়ে না এবং খোদাতা'লার 'পরওয়া' (খেয়াল) করে না, তাহার সমস্ত (বেনামাযী) ভৃত্য এবং কর্মচারীদের পাপ তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত হইবে । যে আমীর সুরা পান করে, তাহার স্কন্ধে ঐ সকল লোকের পাপও ন্যস্ত হইবে যাহারা তাহার অধীনে থাকিয়া সুরা পান করিয়া থাকে । হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ! এই দুনিয়া চিরকাল থাকিবার জায়গা নহে । তোমরা সাবধান হও, সকল অন্যায়াচরণ পরিহার কর এবং সকল মাদক দ্রব্য বর্জন কর । মানুষকে ধ্বংস করিবার জন্য কেবল সুরাপানই নহে, বরং অহিফেন, গাঁজা, চরস, ভাঙ্গ, তাড়ি ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের মাদক দ্রব্য যাহা সর্বদা ব্যবহারের অভ্যাস করিয়া লওয়া হয়, মস্তিষ্কের ক্ষতি করে এবং পরিণামে ধ্বংসের পথে লইয়া যায় । অতএব তোমরা এসব হইতে দূরে থাক । আমি বুঝিতে পারি না যে তোমরা কেন এসব দ্রব্য ব্যবহার কর । ইহাদের কুফলে প্রত্যেক বৎসর নেশায় অভ্যস্ত তোমাদের মত সহস্র সহস্র লোক এই জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছে । পরকালের শাস্তি তো পৃথক রহিয়াছে । সংযমী হও, যেন তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং তোমরা খোদাতা'লার আশিসপ্রাপ্ত হও । অতিরিক্ত ভোগবিলাসে রত জীবন অভিশপ্ত । অতিরিক্ত দুর্নীতিপরায়ণ ও নির্দয় জীবন অভিশপ্ত । খোদাতা'লার প্রতি কর্তব্য পালন বা তাঁহার বান্দাগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন হইতে অতিরিক্ত উদাসীন জীবন অভিশপ্ত । খোদাতা'লার হক্ (প্রাপ্য) এবং তাঁহার বান্দাগণের হক্ সম্বন্ধে প্রত্যেক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে ঠিক তদ্রূপই প্রশ্ন করা হইবে যদ্রূপ একজন ফকিরকে করা হইবে, বরং তদপেক্ষাও অধিক । অতএব সেই ব্যক্তি কত হতভাগ্য,যে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি ভরসা করিয়া খোদাতা'লা হইতে বিমুখ হয় এবং

খোদাতা'লার নিষিদ্ধ বস্তু এরূপ নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করে যেন সেই নিষিদ্ধ বস্তু তাহার পক্ষে হালাল (বৈধ)। যে ব্যক্তি ক্রোধের বশবর্তী হইয়া পাগলের মত কাহাকেও গালি দিতে, আঘাত করিতে কিংবা হত্যা করিতে উদ্যত হয় এবং কাম-প্রবৃত্তির প্ররোচনায় নির্লজ্জ ব্যবহারের এক শেষ করে, সে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কখনো প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারিবে না।

হে প্রিয় বন্ধুগণ! অল্পদিনের জন্য এই দুনিয়াতে আসিয়াছ এবং উহারও অনেকখানি অংশ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তোমরা নিজ প্রভুকে অসন্তুষ্ট করিও না। যদি তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কোন মানবীয় গভর্ণমেন্ট অসন্তুষ্ট হয় তবে তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। অতএব ভাবিয়া দেখ, খোদাতা'লার অসন্তুষ্টি হইতে তোমরা কেমন করিয়া বাঁচিতে পার? যদি তোমরা খোদাতা'লার দৃষ্টিতে ধর্মপরায়ণ বলিয়া পরিগণিত হও, তবে কেহই তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। খোদাতা'লা স্বয়ং তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং যে শত্রু তোমাদের প্রাণ নাশের চেষ্টায় আছে, তোমাদিগকে কাবু করিতে পারিবে না। নচেৎ তোমাদের প্রাণের রক্ষক কেহই নাই, তোমরা শত্রুর ভয়ে বা অন্যান্য বিপদে পতিত হইয়া অশান্তির জীবন যাপন করিবে এবং তোমাদের জীবনের শেষাংশ অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভে অতিবাহিত হইবে। যাঁহারা খোদাতা'লার হইয়া যান, খোদাতা'লা তাঁহাদের আশ্রয়দাতা হইয়া থাকেন। অতএব খোদাতা'লার দিকে আস এবং তাঁহার প্রতি সকল প্রকারের অবাধ্যতা পরিহার কর। তাঁহার প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে শৈথিল্য করিও না এবং তাঁহার বান্দাগণকে মুখ বা হস্ত দ্বারা অত্যাচার করিও না। ঐশী কোপ ও রোষকে ভয় করিতে থাক; ইহাই নাজাত বা মুক্তি লাভের পথ।

হে মুসলিম আলেমগণ !

হে মুসলিম আলেমগণ ! আমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত হইবেন না; কারণ এরূপ অনেক নিগূঢ় রহস্য আছে যাহা মানুষ তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করিতে পারে না । কথা শুনির্বা মাত্রই তাহা রদ করিতে উদ্যত হইবেন না কারণ ইহা তাক্‌ওয়া বা খোদা-ভীতির পদ্ধতি নহে । আপনাদের মধ্যে যদি কোন ভ্রান্তি না ঘটিত এবং আপনারা যদি কোন কোন হাদীসের বিপরীত অর্থ না করিতেন, তবে ন্যায়-বিচারকরূপে যে মসীহ্ মাওউদের আগমনের কথা আছে, তাঁহার আগমনই বৃথা হইত ।

আপনাদের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে যে কার্যের উদ্দেশ্যে মসীহ-ইবনে-মরিয়ম আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন অর্থাৎ মাহদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া মানুষকে বল প্রয়োগে মুসলমান করিবার জন্য যুদ্ধ করিবেন, ইহা এরূপ এক 'আকীদা' যাহা ইসলামের দুর্নামের কারণ। কুরআন শরীফে কোথায় উল্লেখ আছে যে ধর্মের জন্য বল প্রয়োগ সঙ্গত আছে ? পক্ষান্তরে আল্লাহতা'লা কুরআন শরীফে বলিয়াছেন :—

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

"ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নাই" (২:২৫৭)। অতঃপর, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (আঃ)-কে বল প্রয়োগের অধিকার কেমন করিয়া দেওয়া হইবে ?

সমস্ত কুরআন পুনঃ পুনঃ বলিতেছে যে ধর্মে বল-প্রয়োগ নাই এবং স্পষ্ট বলিতেছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সময় যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা বল প্রয়োগে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য করা হয় নাই বরং তাহা ছিল :

(১) শাস্তিস্বরূপ— অর্থাৎ সেই সকল লোককে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, যাহারা এক বৃহৎ সংখ্যক মুসলমানকে হত্যা করিয়াছিল, অনেককে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল এবং তাহাদের প্রতি অতি কঠোর উৎপীড়ন করিয়াছিল যেমন, আল্লাহতা'লা বলিতেছেন :—

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ

"যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতেছে তাহাদিগকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হইল, কারণ তাহাদের উপর যুলুম করা হইতেছে এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান" (২২:৪০)।

(২) আত্মরক্ষামূলক— অর্থাৎ যে সকল লোক ইসলামের অস্তিত্ব লোপ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল, অথবা স্বদেশে ইসলাম প্রচারে বল প্রয়োগে বাধা প্রদান করিতেছিল, তাহাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার্থে, অথবা—

(৩) দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার্থে যুদ্ধ করা হইয়াছিল। এই তিনটি কারণ ব্যতীত আঁ-হযরত (সাঃ) এবং তাঁহার পবিত্র খলীফাগণ (রাঃ) কোন যুদ্ধ করেন নাই। বরং ইসলাম অন্যান্য জাতির অত্যাচার এত সহ্য করিয়াছে যে অপর কোন জাতির ইতিহাসে উহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় সেই ঈসা মসীহ্ ও মাহ্দী সাহেব কেমন হইবেন যিনি আসিয়াই লোকদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিবেন ?

দেশের গদ্দীনশীন এবং পীরযাদাগণ !

তদ্রূপ এ দেশের 'গদ্দীনশীন' (পীরের গদীতে উপবিষ্ট) ও 'পীরযাদাগণ' (পীরের পুত্রগণ) ধর্মের সহিত এরূপ সম্পর্কহীন এবং দিবারাত্র 'বিদাতে' (নব প্রবর্তিত অনুষ্ঠানে) এমন লিপ্ত যে, তাহারা ইসলামের আপদ-বিপদের কোন খবরই রাখে না। তাহাদের মজলিসে গমন করিলে কুরআন ও হাদীস গ্রন্থের পরিবর্তে সেখানে নানারূপ তম্বুর, সারঙ্গ, বাদ্যকর ও গায়ক ইত্যাদি নিত্যনূতন অবৈধতার সরঞ্জাম দৃষ্ট হইবে। এতদ্সত্বেও মুসলমানদের নেতা হইবার তাহাদের দাবী এবং নবী করীম (সাঃ)-এর অনুসরণের বৃথা গর্ব।

প্রত্যেকেই বলিতে পারে 'আমি খোদাতা'লাকে ভালবাসি' কিন্তু সেই ব্যক্তিই খোদাতা'লাকে ভালবাসে, যাহার ভালবাসা ঐশী সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। প্রত্যেকেই বলে 'আমার ধর্ম সত্য,' কিন্তু সত্য ধর্ম সেই ব্যক্তিরই, যিনি এই দুনিয়াতে 'নূর' বা ঐশী জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হন। প্রত্যেকেই বলে, 'আমি নাজাত বা

পরিত্রাণ লাভ করিব' কিন্তু সেই ব্যক্তির উক্তিই সত্য, যিনি এই দুনিয়াতেই নাজাতের জ্যোতিঃসমূহ দর্শন করেন ।

হে বন্ধুগণ ! এখন ধর্মের সেবার যুগ

হে বন্ধুগণ ! এখন ধর্ম এবং ধর্মীয় কার্যের উদ্দেশ্যে খেদমতের সময় । এই সময়কে অতি মূল্যবান মনে কর, কারণ পুনরায় এই সময়কে আর পাইবে না ।

অতএব তোমরা এরূপ 'বরগুযিদা' বা মনোনীত নবী (সাঃ)-এর অনুগামী হইয়া সাহস হারাইতেছ কেন ? তোমরা এরূপ আদর্শ প্রদর্শন কর যেন আকাশ হইতে ফিরিশ্‌তাগণ তোমাদের আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা দর্শনে অবাক হইয়া যায় এবং তোমাদের প্রতি 'দরূদ' (আশিস) প্রেরণ করেন ।

এখন আমি সমাপ্ত করিতেছি ও দোয়া করিতেছি যেন আমার এই শিক্ষা তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় এবং ইহা তোমাদের মধ্যে এরূপ পরিবর্তন আনয়ন করে যেন তোমরা পৃথিবীর তারকা-স্বরূপ হও এবং তোমরা তোমাদের প্রভু হইতে যে জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছ তদ্বারা জগৎ জ্যোতির্ময় হয় — আমীন ! সুম্মা আমীন !

- ঃ সমাপ্ত ঃ -